ইনকিলাব ৯

৩১ বৈশাখ ১৪১৬, ১৪ মে ২০০৯

প্রতিক্রিয়া

# ভ্রান্ত জেহাদ মুক্ত সমাজ

ড. এম. আজিজুর রহমান

মানুষ সামাজিক জীব। তাই বলে সমাজের প্রতিটি মানুষ একই মতাবলম্বী হবে বা তাদের মধ্যে মতবিরোধ থাকবে না বাস্তবে এটা অকল্পনীয়। জন্মের পর থেকে মানুষ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগত পরিবেশে বড় হতে থাকে। কেউ অভাব-অনটন বা দরিদ্রতার নির্মম পরিহাস কাঁধে নিয়ে বড় হয়। আবার কেউ অর্ধসচ্ছল এবং সচ্ছল পরিবারে বিলাসবহুল জীবন-জীবিকা নির্বাহের সন্ধান পায়। বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশের এই বিভিন্নতার কারণে এবং বংশীয় বৈশিষ্ট্যের ও প্রাথমিক শিক্ষার পার্থক্যের কারণে সবাই একই মনমানসিকতায় বড় হবে তা মনে করা ঠিক নয়। জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধি অর্জন, অর্জিত জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধির পরিমাপ ও গুণগত মানে কখনই সমান হয় না। তার অনেক কারণ থাকে। অনেক ছাত্র-ছাত্রীর জীবনে আধুনিক শিক্ষা সহজলভ্য নয়। অন্যদিকে একই দেশে শিক্ষার কার্যক্রম ও কারিকুলাম বিভিন্ন হবার কারণে কারো কপালে জোটে শুধু ভঙ্গুর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী। আবার কেউ সুযোগ পায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে। ছিটকে পড়া অনেক ছাত্র-ছাত্রী আধুনিক শিক্ষার গোত্র বহির্ভূত থেকে অনাধুনিক জ্ঞান অর্জন করে থাকে। এদের ভেতর অনেকেই মৌলবাদ, কুসংস্কার, অপসংস্কৃতি, ধর্মান্ধতা বিভিন্ন সামাজিক রোগে আক্রান্ত হয়ে অনুৎপাদনশীল জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জন করে থাকে। তাদের অনেকেই অপ্রত্যাশিতভাবে বিপথগামী হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ ভ্রান্ত জেহাদি বা জঙ্গীবাদি হবার মত কর্মকাণ্ডকে জীবনের একটি অপ্রত্যাশিত ও অপবৈশিষ্ট্য হিসেবে অর্জন করে থাকে।

ভ্রান্ত জেহাদ বা জঙ্গীবাদে প্রভাবিত সমাজ সবসময় একটি অপরিকল্পিত, অবক্ষয়, ভয়ভীতি, নিরাপত্তার অভাব, বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ধরনের আকস্মিক দুর্ঘটনার শিকার হয়। এই সমাজে গঠনমূলক ও উৎপাদনমুখী কোন পরিকল্পনা করা সম্ভব হয় না। করলেও তার প্রয়োগ সুষ্ঠুভাবে করা কঠিন হয়ে উঠে। যেমন- অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা, রাজনৈতিক পরিকল্পনা, রাজনৈতিক অর্থনীতি, দীর্ঘমেয়াদী সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিকল্পনা, অনেক কিছুরই বাস্তবতা গোলাবারুদ ও বোমাবাজির ধুম্রজালে প্রকম্পিত হতে থাকে। বিদেশী পর্যটক জঙ্গীবাদ মুক্ত নয় বা ভ্রান্ত জেহাদিদের এমন দেশে ভ্রমণ করতে ভয়পায়। সে দেশের জিনিসপত্র কিনতে ও পাঠাতে তারা দ্বিধা ও সংকোচ বোধ করে। বিভিন্ন অনিশ্চিত পরিবেশে দেশী ও বিদেশী সংস্থা ঋণ ও বিনিয়োগ সুবিধা দিতেও দ্বিধা ও সংকোচ বোধ করে। আবার জঙ্গীবাদ দমনে দেশীয় ও পশ্চিমা শক্তি যেভাবে সৈন্য-সামন্ত গোলাবারুদ সংক্রান্ত টাকা পয়সা ব্যয় করে থাকে যা দিয়ে বিশ্ব দারিদ্র্য বিমোচন এতো দিনে সম্ভব হতো। সবকিছু মিলেই জঙ্গীবাদ ও ভ্রান্ত জেহাদি মনমানসিকতার আক্রমণ কোনভাবেই বিশ্ব মানব সন্তানের জন্য কাম্য নয়। জঙ্গীবাদ মনমানসিকতা একটি দেশে উৎপাদনমুখী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার হুমকিস্বরূপ। মানুষ জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে বিধায় জঙ্গীবাদ মনমানসিকতা থেকে বিশ্ববাসী ও মানব সমাজকে মুক্ত করার জন্য সুষ্ঠু ও গঠনমূলক চিন্তা-ভাবনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

"Power can not protect us"- বলেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বারাক হোসাইন ওবামা, এর অর্থ অনেক ধরনের হতে পারে। যেমন- শুধু মাংসপেশী দিয়ে, গোলাবারুদ ফুটিয়ে কোন দেশকে, ঐ দেশের অবাঞ্ছিত জনগোষ্ঠীকে বা জনগোষ্ঠীর কোন ছিন্নভিন্ন বা বিচ্ছিন্ন গোত্রকে সুষ্ঠুভাবে বা দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে দমন করা সম্ভব নয়। আমাদেরকে প্রতিষেধক পদ্ধতিতে অসুখের চিকিৎসা না করে সফল চিকিৎসার জন্য আমাদেরকে প্রতিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ অংকুরোদমিত একটি অপ্রত্যাশিত গাছের ডালপালা কেটে ফেললেই গাছটির মূলোৎপাটন নাও ঘটতে পারে। এ ধরনের অপ্রত্যাশিত গাছের শেকড় বা গাছের মূলোৎপাটন কীভাবে সম্ভব তা নিয়ে বিশেষ গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন। ভ্রান্ত জেহাদ দমনে এবং বিশ্ব মানব সন্তানের নিরাপত্তা বিধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বারাক হোসাইন ওবামা এরূপ কিছু ভাবছেন বলে বিশ্ব শান্তিকামী মানুষরা আশাবাদী। বোমাবাজি ও যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে কোন সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় না। দরকার শুধু মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে ফলপ্রসূ বিকল্প ব্যবস্থা ও তার যথাযথ প্রয়োগ। মনে রাখতে হবে মানুষই আল্লাহর সৃষ্ট সেরা জীব। মানুষে মানুষে কোন বিভেদ নেই। মানুষের ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে একজন আরেকজনকে আপন করে নেয়াই হবে ভ্রান্ত জেহাদমুক্ত সমাজ গঠনের ঘোষণার সফল প্রচেষ্টা। তার জন্য সব কুসংস্কারের উর্ধ্বে থেকে আমরা সবাই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এবং বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের মূলোৎপাটন ঘটিয়ে সমপরিমাণ জ্ঞান ও বিদ্যা-বুদ্ধি অর্জন করে এবং সমাজের আয়-উন্নতির প্রবৃদ্ধি ঘটিয়ে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং আয়-উন্নতি বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করে এবং সমানভাবে অংশগ্রহণ করে আমরা যদি ব্যক্তি-মানুষ ও সমাজের উন্নয়ন ঘটাতে পারি তাহলে সমাজ থেকে ভ্রান্ত জেহাদের মনমানসিকতা আপনা থেকে দূর হয়ে যাবে এবং মানুষ আবার জঙ্গীবাদ শব্দটি ভুলতে শুরু করবে।

জঙ্গীবাদ দমনে বা ভ্রান্ত জেহাদের মূলোৎপাটন ঘটাতে হলে আমাদের ব্যক্তি ও ব্যক্তি মানুষের নৈতিকমূল্যবোধ বৃদ্ধি করতে হবে, মানুষে মানুষে বন্ধুভাবাপন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, সামাজিক মূল্যবোধের সংস্কার ঘটাতে হবে এবং সহিংসতা পরিত্যাগ করে জীবন ও জীবিকা নির্বাহের সঙ্গী হিসেবে মানবিক মূল্যবোধকে সবার উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। শিক্ষা পদ্ধতির ভেতরে আধুনিকতা ও বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে। ইংরেজি, বাংলা ও আরবি মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ব্যাপক সংস্কার ঘটাতে হবে। কুসংস্কার ও মৌলবাদ মুক্ত সমাজ গঠনে আমাদের আধুনিক শিক্ষায় জ্ঞান ও বিদ্যা-বুদ্ধি অর্জন করে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত মুসলমান ও ধর্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা বিষয়ক আধুনিক ধ্যান ধারণার অধিকারী হতে হবে। জঙ্গীবাদ মুক্ত সমাজ গঠনে এইটুকু যথেষ্ট নয়। মানুষে মানুষে সাধারণ বৈষম্য, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য, আধুনিক জ্ঞান অর্জনের উৎস সরবরাহে বৈষম্য দূর করে সবাইকে সমভাবে সম্মান মূল্যবোধ ইত্যাদির মাধ্যমে- মানুষই শ্রেষ্ঠ ছবি এর প্রতিফলন ঘটাতে হবে। সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সবাই চাকরি ও নিয়োগ সুবিধা, ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন উৎপাদন খাতে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত [illegible] ভ্রান্ত জেহাদের মনমানসিকতা আপনা থেকে বিদায় নিবে।

❑ লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি